গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
বিশ্বব্যাংক-২ শাখা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজ ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের মধ্যে "Climate Smart Agriculture and Water Management Project" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে **মিজ্ ফাতিমা ইয়াসমিন,** সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে **Ms. Dandan Chen,** Acting Country Director ঋণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

"Climate Smart Agriculture and Water Management Project" শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। উক্ত প্রকল্পটিতে ৩টি মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে, মূল বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হলো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (প্রকল্প অর্থায়ন ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (প্রকল্প অর্থায়ন ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য অধিদপ্তর (প্রকল্প অর্থায়ন ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

আলোচ্য প্রকল্পের জন্য ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ বিশ্বব্যাংকের IDA19 Scale Up Window (SUW) হতে প্রদান করা হবে। এর সুদের হার হবে Reference rate + Fixed Spread। সমস্ত ঋণের উপর ০.২৫% Front end fee এবং অনুত্তোলিত অর্থের ওপর বার্ষিক ০.২৫% হারে কমিটমেন্ট ফি প্রদেয় হবে। ৫ বৎসরের রেয়াতীকালসহ ৩৫ বৎসরে ঋণটি পারিশোধযোগ্য।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো Flood Control Drainage (FCD)/Flood Control Drainage Irrigation (FCDI) অবকাঠামোসমূহ পূনর্বাসন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। কৃষিতে পানির দক্ষ ব্যবহার এবং ক্লাইমেট স্মার্ট পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেচ কাঠামো ও অন্যান্য সকল কাজের গুণগত মান রক্ষা করে কৃষি এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রকল্প এলাকার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং কমপক্ষে ১২ টি ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারণপূর্বক প্রকল্প এলাকায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচের পানির ব্যবহার শতকরা ৫০% সাশ্রয়ী করা। ক্লাইমেট স্মার্ট মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ২০% বৃদ্ধিকরণ।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জন্য সর্ববৃহৎ বহুপাক্ষিক উন্নয়নশীল অংশীদার। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে সদস্যপদ পাওয়ার পর হতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়নে শক্তি খাতে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে, আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ও লজিস্টিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমন্বয়, নগরায়ন এবং ডেল্টা ব্যবস্থাপনা খাতে অর্থ যোগান দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির শতকরা ২৯ ভাগ অর্থ সহায়তা বিশ্বব্যাংক হতে আসে।

(আফরিনা ইসলাম)
উপসচিব